লাভজনক ভাবে
ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল
লালন-পালন

মাংস উৎপাদন, পুষ্টি উন্নয়ন
ও সামাজিক উৎসবের সহায়ক

অর্থ উপার্জন, দারিদ্রতা হ্রাস ও
আত্মকর্মসংস্থান

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

কোন জাতের ছাগল পালন করা উচিত?

আমাদের দেশে আদিকাল থেকে যে ছাগল লালিত-পালিত তা হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আর বিদেশ থেকে বিশেষতঃ ভারত থেকে আমদানীকৃত রাম ছাগল বেশি প্রচলিত।

নিম্নে উল্লেখিত গুনাবলীর জন্য রাম ছাগলের তুলনায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন লাভজনক হবেঃ

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাম ছাগলের চেয়ে বেশি, ফলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জন্য চিকিৎসা জনিত খরচ ও বিড়ম্বনা এবং মৃত্যুর হার কম।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল রাম ছাগলের চেয়ে অনেক আগে বয়োঃপ্রাপ্ত হয় এবং একই সময়ে রাম ছাগলের তুলনায় ২ থেকে ২.৫ গুণ বেশি বাচ্চা জন্ম দেয়।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল রোদ বৃষ্টিতে চরে খায়, কিন্তু রাম ছাগল শুকনা জায়গায় খেতে ভালবাসে, শুকনা খাদ্য পছন্দ করে এবং গাছের ছাল খেয়ে গাছ নষ্ট করে।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস রাম ছাগলের চেয়ে সুস্বাদু।
- রাম ছাগলের তুলনায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার গুণগতমান উন্নত।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

বিটল

যমুনা পরী

রামছাগল

ভালমানের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কিছু উল্লেখযোগ্য দিকঃ

৭-৯ মাস বয়সের মধ্যে বয়োঃপ্রাপ্ত হবে, তখন প্রজনন করাতে হবে। ১২-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রতি ৭-৮ মাস অন্তর অন্তর দুই বা ততোধিক বাচ্চা দিবে এবং বাচ্চা পর্যাপ্ত পরিমাণ মায়ের দুধ পাবে। ১ বছরে ছাগীর ওজন ১৫ কেজি এবং খাসী/পাঁঠার ওজন ১৮-২০ কেজি হবে।

লাভজনকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে করণীয়ঃ

গর্ভবতী ছাগলের পরিচর্যাঃ

গর্ভবতী মা ছাগলকে প্রতিদিন ২-৪ কেজি কাঁচাঘাস, ৪০০-৬০০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের (ভুট্টা, চাল ভাঙ্গা, চাল ও গমের কুড়া, ডালের ভূষি, খৈল, লবণ ইত্যাদি) সুষম মিশ্রণ দিতে হবে। এছাড়াও পর্যাপ্ত পানি খাওয়াতে হবে।

বাচ্চার পরিচর্যাঃ

জন্মের পরপরই বাচ্চাকে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এক মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় কম দুধ থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগী থেকে দুধ খাওয়াতে হবে। তাছাড়া দুধ না পাওয়া গেলে বাচ্চাকে বিকল্প দুধ (Milk Replacer) খাওয়াতে হবে। বিকল্প দুধ তৈরির ক্ষেত্রে এক ভাগ বিকল্প দুধের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশিয়ে অন্ততঃ ৫ মিনিট ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ৩৯-৪০° সেঃ তাপমাত্রায় (কুসুম কুসুম গরম) ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে। দুধ ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। ১-১.৫ কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার দৈনিক ২৫০-৩৫০ এমএল দুধ প্রয়োজন। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

বিকল্প দুধের উপাদান

উপাদান	শতকরা (%)
ননীযুক্ত গুঁড়া দুধ	৭০
চাল, গম বা ভূট্টার গুড়ি	২০
সয়াবিন তৈল	৭
লবণ	১.৫
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

ছাগলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। ছাগলের ওজনের ৪-৫% হারে খাদ্য প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (সবুজ ঘাস-নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা, ইপিল ইপিল, লতাপাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাদ্য দিতে হবে। একটি বাড়ন্ত ছাগলকে দৈনিক ২-৩ কেজি সবুজ কাঁচাঘাস, লতাপাতা এবং ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলে ছাগল সুষম পুষ্টিকর খাদ্য পাবে। দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার ঠিক থাকবে।

দানাদার সুষম খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

উপাদান	শতকরা (%)
চাল/গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	৩৫.০০
গমের ভূষি/আটা/কুঁড়া	২৪.০০
খেসারী/মাসকলাই/অন্য ভূষি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষা/খৈল	২০.০০
শুটকি মাছের গুড়া	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

স্বাস্থ্যসম্মত ঘরের ব্যবস্থা করণ ঃ

৫ টি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের ঘরের মডেল

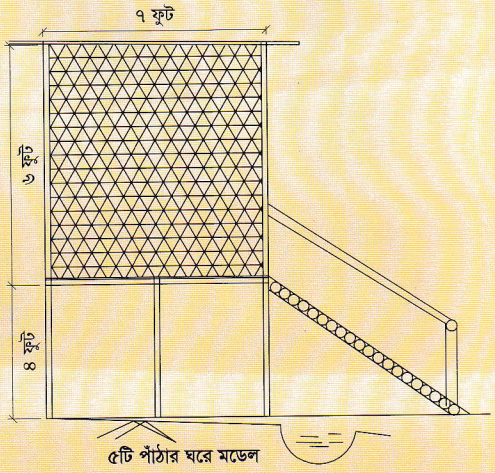

৫টি পাঁঠার ঘরে মডেল

স্বাস্থ্যসম্মত ঘরে ছাগল পালন করা এবং ছাগলের ঘরের প্রতি অনেক খামারি ঠিক মত লক্ষ্য রাখেনা। ছাগল যে ঘরে রাখা হয় সে ঘরে আলো বাতাস প্রবেশ করেনা এবং ছাগলের ঘরের মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে থাকে, ফলে ছাগল সহজেই সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়, খাওয়ায় অরুচি হয় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং ছাগলের ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করে ও ঘরের মেঝে শুকনা থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ জন্য মাচাযুক্ত ঘরে ছাগল পালন করা উচিত।

ছাগলের স্বাস্থ্য ও রোগ ব্যবস্থাপনাঃ

ছাগলের ঘরের মেঝে শুকনো থাকবে এবং ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ঢুকবে। ছাগলকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে। তাছাড়া ১৫-৩০ দিন পরপর ০.৫% মেলাথিয়ন দ্রবণ দ্বারা গোসল করাতে হবে। ছাগলকে বছরে ২ বার (বর্ষা ও শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। ছাগলের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত পি.পি.আর, গোটপক্স ও অন্যান্য টিকা নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ টিকাদান কর্মসূচিঃ

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা দেয়ার প্রারম্ভিক বয়স	মাত্রা	টিকা প্রয়োগের স্থান	রোগ প্রতিরোধ মেয়াদ	মন্তব্য
তরকা	Anthrax Vaccine তরকা রোগের টিকা	৬ মাস	০.৫ এম.এল	চামড়ার নিচে	১ বছর	———
ক্ষুরা রোগ	FMD- Vaccine ক্ষুরা রোগের টিকা	৪ মাস	২ এম.এল	চামড়ার নিচে	৬ মাস	পলিভ্যালেন্ট টিকা ব্যবহার করা ভালো
পিপিআর	PPR Vaccine পিপিআর রোগের টিকা	৪ মাসের উর্ধ্বে	১ এম.এল	চামড়ার নিচে	১ বছর	সরবরাহকৃত ডাইলুয়েন্ট দিয়ে টিকা প্রস্তুত করতে হবে।
ছগলের বসন্ত	Goat Pox Vaccine ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা	৪ মাসের উর্ধ্বে	১ এম.এল	চামড়ার নিচে	১ বছর	সরবরাহকৃত ডাইলুয়েন্ট দিয়ে টিকা প্রস্তুত করতে হবে।

বাজারজাতকরণঃ

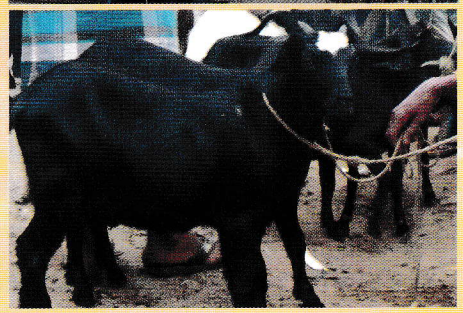

আমাদের দেশে ছাগল খামারিগণ কোরবানীর সময় **ছাগল বিশেষত** খাসী বিক্রি করে। অনেক সময় সাংসারিক প্রয়োজনেও ছাগল বিক্রি করে। ফলে ছাগল বিক্রয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট বয়স ও সময় নাই। তাই কোরবানী ঈদের সময় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে খামারিরা ছাগলের প্রকৃত মূল্য পায়না। কৃষককে ছাগল বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন বয়সের ছাগল সারা বছর উচ্চ মূল্যে থাকে। উপযুক্ত বয়স ও সময়ে ছাগল বাজারজাত করতে হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল হতে প্রাপ্ত বিষ্ঠা ও চনা পরিবেশ বান্ধব জৈবসার ও কেঁচোসার তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

প্রজনন ব্যবস্থাপনাঃ

পাঁঠী বা ছাগী গরম হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পর পাল দিতে হবে। অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দিতে হবে। পাল দেওয়ার ১৪২-১৫৮ দিনের মধ্যে সাধারণত বাচ্চা দিয়ে থাকে।

ভাল মানের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কি ভাবে তৈরি করা যায়?

ছাগলের যে সব বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক যেমন ছাগলের ওজন, প্রসবকৃত বাচ্চার সংখ্যা ইত্যাদি সে সব বৈশিষ্ট্যের বংশগত উন্নয়নই হচ্ছে ছাগলের জাত উন্নয়ন।

প্রথম প্রজন্মে ১বছর বয়সে পাঁঠার গড় ওজন ছিল ২৫ কেজি, জাত উন্নয়নের কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে দ্বিতীয় প্রজন্মে ১বছর বয়সে পাঁঠার গড় ওজন হল ২৭ কেজি। এ ক্ষেত্রে ওজনের জন্য ছাগলের জাত উন্নয়ন হয়েছে।

ছাগীর মা/দাদী/নানীর প্রতিবারে বাচ্চার সংখ্যা, দৈনিক দুধ উৎপাদন, বয়োঃপ্রাপ্ত বয়স, বাচ্চার ওজন ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। একটি উন্নতমানের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী/পাঁঠার নিম্নোক্ত বংশীয় গুণাগুণ বিবেচনা করে বাছাই করতে হবে।

ভাল মানের ছাগী/পাঁঠার উৎপাদন ও পুনরোৎপাদন গুণাগুণ

ঘন ঘন বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা	বছরে কমপক্ষে ২বার এবং প্রতিবার কমপক্ষে ২টি বাচ্চা
প্রতিটি বাচ্চার জন্ম ওজন	১ কেজি বা তার উপরে
বয়োঃপ্রাপ্ত বয়স/ম্যাচিউর বয়স	৪.৫-৫ মাস
বয়োঃপ্রাপ্ত ওজন	১০ কেজি বা তার উপরে
দুগ্ধ প্রদানকাল	৩ মাস

প্রতি প্রজন্মের বংশগতভাবে সম্পর্কবিহীন ভাল মানের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীর সংঙ্গে সম্পর্কবিহীন ভাল মানের ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠার সমাগম করে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়ন করা সম্ভব। কাজেই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়ন করতে হলে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতি প্রজন্মে ভাল মানের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী ও ভাল মানের ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠা নির্বাচন করতে হবে। নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের জন্য একটি পশুদলের পশুসমূহের মধ্যে কিছু সংখ্যক পশুকে পরবর্তী প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার পদ্ধতিই বাছাই প্রক্রিয়া। যেমন একটি ছাগলের পালে ১০০টি ছাগী আছে, এর মধ্যে ৫০টি ছাগী দ্বিতীয় প্রসবে ১টি করে বাচ্চা উৎপাদন করে, ৪০টি ছাগী দ্বিতীয় প্রসবে ২টি করে বাচ্চা উৎপাদন করে, ১০টি ছাগী দ্বিতীয় প্রসবে ৩টি বাচ্চা উৎপাদন করে। যে ১০টি ছাগী দ্বিতীয় প্রসবে ৩টি করে বাচ্চা উৎপাদন করে সেই ১০টি ছাগীকে পরবর্তী প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হলো, বাকী ৯০টি ছাগী ছাটাই/বিক্রয় করা হলো। সুতরাং এখানে বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ১০টি ছাগী নির্বাচন করা হয়েছে। এভাবে ক্রমাগত নির্বাচন করে ভালোমানের উন্নত গুণের ছাগল সিলেকশন/নির্বাচন করে নিতে হবে।

১টি বাচ্চা উৎপাদন করে ৫০টি ছাগী

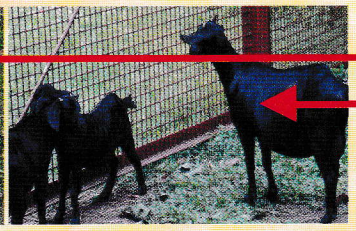

২টি বাচ্চা উৎপাদন করে ৪০টি ছাগী

এই ৯০টি ছাগীকে ছাঁটাই/বিক্রয় করতে হবে

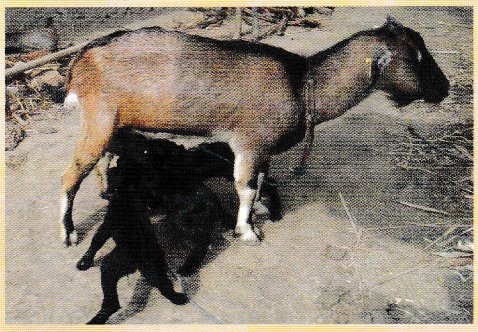

৩ টি বাচ্চা উৎপাদন করে, ১০টি ছাগী

এই ১০টি ছাগীকে বাছাই করে পরবর্তী উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করতে হবে

প্রতি প্রজন্মে বংশগতভাবে সম্পর্কবিহীন/অনাত্মীয় নির্বাচনকৃত ছাগী ও পাঁঠার মধ্যে সমাগম করতে হবে।

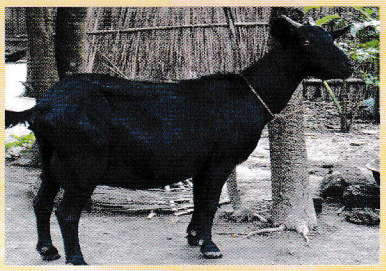

রংপুর থেকে নির্বাচনকৃত ছাগী

X

বগুড়া থেকে নির্বাচনকৃত পাঁঠা

সম্পর্কবিহীন নির্বাচনকৃত ছাগী ও পাঁঠার মধ্যে মিলনের মাধ্যমে সৃষ্ট বাচ্চা

সম্পর্কবিহীন বা অনাত্মীয় ছাগল কি ?

একই পরিবারভূক্ত ছাগলসমূহ সম্পর্কযুক্ত, একই পরিবার বহির্ভূত ছাগলসমূহ সম্পর্কবিহীন। একটি ছাগলের পিতা-মাতা, আপন ভাই-বোন, সৎ ভাই-বোন, চাচতো ভাই-বোন, ফুফাতো ভাই-বোন, মামাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নাতী-নাতনী একই পরিবারভূক্ত হওয়ায় সম্পর্কযুক্ত। এলাকার ছাগল হলে এদের সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় সম্ভাবনা বেশি। দূরবর্তী দুই এলাকার ছাগল হলে এদের সম্পর্কযুক্ত বা আত্মীয়তা থাকার সম্ভাবনা কম।